শনিবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিশেষ ক্রোড়পত্র অঙ্গসজায় : গ্রিন্দ্র | ক্ল ক্লি ক্লা





রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ

ঢাকা। ২৯ মাঘ ১৪১৮ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের অভ্যুদয় লগ্নে প্রথম প্রতিরোধকারী সংগঠন বাংলাদেশ পুলিশ আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের যেসব সদস্য জীবন দিয়েছেন আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় জননিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষায় একটি সু-শৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নগরবাসীর নিরাপত্তা প্রদান, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেট্রোপলিটন পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বৈর সাথে দায়িত পালনে সচেষ্ট।

বর্তমান সরকার মেট্রোপলিটন পুলিশের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি এ সব কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি সদস্য জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে -এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্পুর রহমান





স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যের প্রতি জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের মুখচ্ছবি। কর্মদক্ষতা, পেশাদারিত এবং উজ্জল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় পুলিশ সদস্যরা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। ক্রমপরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক আবহে সন্ত্রাস দমন কার্যক্রম অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ইন্টেলিজেন্ট সিকিউরিটি সিস্টেম, ই-ট্রাফিকিং ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ডিজিটালাইজ্ড প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পুলিশের জন্য ব্যয়িত অর্থ বর্তমানে বিনিয়োগ হিসেবেই বিবেচিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে এ বিনিয়োগ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এ কারণে যে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরাপদ ঢাকা মহানগর প্রতিষ্ঠায় নানা ধরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্রেও পেশাদারিতে অবিচল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের নানা আয়োজন মহানগরের দেড় কোটি মানুষের সাথে মেট্রোপলিটন পুলিশের সম্পর্ক আরও নিবিড় করবে। জাতির জনকের সুযোগ্য উত্তরাধিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু स्मारकार अववकार (এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)





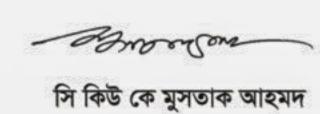
সিনিয়র সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উষালগ্নে ডিএমপির প্রতিটি সদস্যের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। সেই সাথে বিন্মচিত্তে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী পুলিশের শহীদ বীর সদস্যদের।

ঢাকা মহানগর এলাকার জন-শৃঙ্খলা বিধান ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ডিএমপি'র অর্জন প্রশংসাযোগ্য। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্তেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা, সততা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে পালনে সর্বদা সচেষ্ট। ইভটিজিং থেকে শুরু করে মানিলভারিং, সাইবার ক্রাইমের মতো নতুন নতুন অপরাধ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রতিনিয়ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ডিএমপি'র সদস্যগণ নিরপেক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে ঢাকা মহানগরের অধিবাসীদের আস্থা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন এই আমার প্রত্যাশা।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের সফলতা কামনা করছি।



37 Years of Glorious Service of Dhaka Metropolitan Police

Up until independence law and order in Dhaka was maintained under the direction of the Superintendent. There were eight police stations- Kotwali, Sutrapur, Ramna, Lalbagh, Mohammadpur, Mirpur, Tejgaon and Gulshan. After liberation in 1971 Dhaka emerged as the capital city of an independent country. It became the center of arts, education, recreation, tourism, trade and commerce, employment, medical treatment, media, research & development, transport and a host of other activities. Dhaka is a Bangladesh within Bangladesh. In this backdrop it became very difficult for a police district to maintain law and order in rapidly growing capital city, Dhaka. Under these circumstances there was an identified need to create a separate Metropolitan Police unit. In 1976 an ordinance was promulgated, as a result the Dhaka Metropolitan Police was raised with a total of twelve police stations. Implementation of the plans drawn for 2011:

All most all the projects of 2011 have been implemented. Already nucleuses to combat terrorism have been formed. A unit is underway to make contact with friendly overseas countries to provide training, logistical support to make the visit more robust and effective. The use of science and technology is also being introduced. DMP is using the modern equipment such alcohol detectors, portable explosive vapor detector, long distance explosive detectors, bomb suits, mobile vehicle X-ray machines, concealed weapon detectors, bomb jammers, luggage scanners, prodders and archway

Besides this Non-Lethal Tube Launched Munition Systems, Flashbang grenades, Holographic Sight, I E D Detectors, Mobile Illumination Unit, Mobile Watch Tower, Air Surveillance Equipment, Acoustic Crowd Dispersal Device, Tactical Laser Illuminator, Police Dogvan, Water Canon, APC, a SWAT vehicle, Mobile Command Post and Mobile Communication command center will be added very soon to our equipment stock. These items will be used in maintaining law and order and support investigation activities. The beat policing and community policing recently have been introduced in all forty one police stations. Other orthodox ways which are compatible with our social fabric are being proposed.

Police courts are currently being connected with police stations through the creation of CDMS database system. Other non policing activities have been more in kind and wide in dimension. E-traffic prosecution has been introduced. Another police initiative has been taken to try and solve some of the problems faced by people living in the slums. There is also a campaign to create awareness against drug use. A large advocacy was conducted asking vote for sundarban. Initiatives and efforts are under way to register drivers of vehicles and domestic watchmen. The success of these two initiatives entirely depends upon willingness and cooperation of the vehicle and house owners.

Emergency need for blood is being met through the Police Blood Bank. Opportunities for obtaining pure drinking water by the poor people during the dry season are also available. Warm cloths were distributed. NGO, business enterprises, under corporate social responsibilities, Corporate Institutes have been requested to contribute in such

Visitors note books have been opened in every police station. Proposal for increasing workforce has been submitted to the authority. Watchmen intelligence security system has been installed in the police control room under PPP. This is a very sophisticated and modern device that maintains a track of the trespassers into a house.

Work to make a crime and criminal database is also underway. Still we are requesting vehicles' owners to fix safety device into the vehicles. Already two stolen vehicles have been recovered through this device.

In 2011 DMP have investigated 20,105 cases, with a total of 16,415 cases have been charge sheeted. There is hardly any sensational case that was not detected in 2011. The highly sensational cases which were detected in 2011 include; the murder of the Chairman of Blind Welfare Association Khalilur Rahman, the murder of the child Shuvo at Gandaria the double murder of Rozario and his mother Birgina in Sher-e-Bangla nagar PS, the murder of Jubodal leader Shahid Mollah in Motijheel, the murder of 41 Ward Awami League General Secretary Fazlul Haque, the double murder of the prominent journalist, Forhad Khan and his wife Rahima Khanom, the murder of Awami League leader Mohammadullah, The tripple murder in Kadamtoli PS, the murder of a member of Ansar in Sutrapur PS, the dacoity at the residence of honorable MP Shahida Tarek Dipti, the dacoity at house of Dhaka Metropolitan Awami League leader and business man Ali Newaz Khan, the theft at Dhakeshwari Temple, the dacoity at Eastern Tower, the dacoity at Hira Jewelers at Iqbal Tower, the murder of Mazharul Islam at Hotel Azad, the murder of Kamruzzaman Mithu at Mohammadpur PS, the murder of Sajol in Darus Salam PS, the robbery of goods from Swedish Deputy Councilor, the murder of Al-Amin at Shampur, the murder of Suvo Billal Hoshen at Lalbagh, the murder of Milton Barua of Ramna area, the murder of Advocate Nazir Hayat, the murder of Sayed of Shabujbagh PS, the fuel loaded truck dacoity in Jatrabari PS, the murder of Shamim Ershad Shawan, the car hijacking of former MP Mr. Ikbal Hossen, the murder of model girl Adrita, and dacoity of a rod loaded Truck in Tejgaon PS, the murder of Shamim by a friend for a laptop in Sher-e-Bangla nagar PS.

DMP has also recovered drugs, stolen cars, illegal arms and ammunition and fake notes. In 2011 fake currency notes worth Taka 10 crore together with the printer have been recovered. DMP has also recovered 80 kg Efidrone, 42,932 bottles Fencidyle, 1,04,588 Yaba, 6 kg Heroin and other narcotics substances. 64 foreign made revolvers, 7 local made revolers, 75 foreign made pistols, 5 country made pistols and other country and foreign made weapons and 737 rounds bullets. About 80% of stolen vehicles, being a total 466 have been recovered. Under motor transport act 5,46,677 cases has been registered 35,978 vehicles were detained and fine collected Taka 22,52,33,155 and deposited to Govvernment

Treasury. **Plan for 2012:**

- To open newly created 8 Police Stations.

- To digitized all activities of DMP by phases. - To change long barrel weapons with short arms.

- To form K-9 Unit to enhance DMP's capability to maintaining law & order and to assist investigations.

To introduce and use modern equipment in Public Order Management.

- To form Youth Community Police Forums at different Universities and Colleges. -To introduce One Stop G. D. Service.

- To widen beat Policing and Community Policing activities.

- To equip Women Support and Investigation Division with more workforce and vehicles.

- To introduce robust and aggressive policing in countering terrorist, drug, in preventing use of illegal arms, dacoity, robbery and mugging. - To increase the workforce, vehicles and accommodation facilities of DMP.

- To construct 5 Zonal Police Lines.

-To implement unimplemented portion of the plan of 2011. In 2011 three members of DMP have sacrificed their lives, grievous injured 32 and wounded 71. They have paid the supreme sacrifice for law enforcement professional. We pray for solvation of the death and our deepest regards for the departed soul. We also express our sympathy and condolence to the families of our departed and the wounded. We are with each of the family in the boundless pain and loss they have suffered. Public service and public welfare is the motto of every member of DMP even at the risk of life. DMP members are marching forward every moment to ensure protection of the honoured citizen of the cities. It is not only the written responsibilities; patriotism, love and respect for every citizen of the city are joined with the blood of every member of DMP.

It is our hope that citizens of Dhaka will embrace DMP and work with us in a partnership that will help in building Dhaka into a model city of peace & security.

Md. Abdul Jalil, Additional Commissioner (Admin & Finance), DMP





কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ



ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের এ শুভক্ষণে আমাদের এই প্রাণপ্রিয় রাজধানী শহরের সকল সম্মানিত নাগরিক ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন ও অনেক অনেক ভভেচ্ছা।

স্বল্প আয়তনে বিপুল জনসংখ্যার ভারে ন্যুজ ঢাকা মহানগরের জন-নিরাপত্তা বিধান অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। সীমাবদ্ধ সম্পদ এ অসীম চ্যালেঞ্জকে আরো প্রগাঢ় করেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ তার স্বীয় পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার দ্বারা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর। একই সাথে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ঘৌষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পারস্পরিক সংহতিবোধ ও সম্প্রীতির আবহে পরিষ্ণুট হয়ে মানবাধিকার সমুনুত রাখা আমাদের ঐকান্তিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বৈশ্বিক পরিমণ্ডল থেকে আহরিত জ্ঞান, অদম্য প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রয়োগে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। আইনের শাসনের প্রতি অবিচল, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও জন-অংশীদারিত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সদা সম্মানিত ঢাকা নগরবাসীর পাশে রয়েছে।

জঙ্গিবাদ, মাদক, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধানে নগরবাসীর সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে জন-মানসে স্বস্তিকর আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নানাবিধ সমস্যা সত্তেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা উৎসব পালা-পার্বণে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত বিগত দিনে নিরাপদে আনন্দ উদ্যাপন নিশ্চিত করেছে। আগামী দিনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সম্মানিত নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি আস্থা অর্জনে সব সময়ই সচেষ্ট থাকবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)



প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

> ২৯ মাঘ ১৪১৮ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশসহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে আত্মদানকারী কনস্টেবল জাহাঙ্গীর, সালামসহ সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পুলিশ সদস্যের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ মহানগরীর শান্তি-শৃংখলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ক্রীড়ানুষ্ঠান, ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবসহ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে সম্পাদনের লক্ষ্যেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দেশপ্রেম, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে সমুনুত রেখে পুলিশি সেবা প্রদানের দৃঢ় প্রত্যয়

ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনকে সার্থক করে তোলার জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

> > powerson



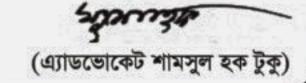
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভলগ্নে বিন্মুচিন্তে স্মরণ করি অকুতোভয় সেসব শহীদ পুলিশ সদস্যদের- যাঁরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুকের তাজা রক্তে সিক্ত করেছেন বাংলার শ্যামল প্রান্তর। এ শুভক্ষণে আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ জন-শৃঙ্খলা বিধান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বহ। ঢাকা মহানগরের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা ঢাকা মেট্টোপলিটন পুলিশের অন্যতম প্রধান দায়িত। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দৃঢ়তার সাথে সে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমান অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে অপরাধীরা তাদের কর্মকাণ্ডে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রযুক্তিগতজ্ঞান, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে অপরাধের এ নতুন মাত্রাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। দেশমাতৃকার প্রতি তাদের এ অবদান প্রশংসনীয় বর্তমান জন-কল্যাণমুখী সরকার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে একটি আধুনিক, সুসজ্জিত ও

অনুকরণীয় পুলিশ ইউনিটে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার আইন-শৃঙ্খলা সমুনত রাখা। আমি প্রত্যাশা করি, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তাদের নিরম্ভর প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক।

জয় বাংলা জয় বন্ধবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





সদস্যকে জানাই আন্তরিক ভভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সকল অকুতোভয় পুলিশ সদস্যকে যাঁরা জাতির জনকের তেজোদীপ্ত আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে প্রতিরোধ গড়ে শহীদ হয়েছেন এবং যাঁরা যুদ্ধকালীন বুকের তাজা তরুণ রক্ত ঢেলে স্বাধীনতার দুর্গম পথকে সুগম করে জাতিকে পৌছে দিয়েছিলেন বিজয়ের স্বপ্লতোরণে। আমি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই সকল নিবেদিত প্রাণ পুলিশ সদস্যের প্রতি যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সেবা, দক্ষতা, সততা ও পেশাদারীত্বের ফলে জনমানসে একটি স্বস্তি ও নিরাপত্তার আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় দেড় কোটি মানুষের আবাস এ রাজধানী শহরের সার্বিক নিরাপত্তার মহান দায়িত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাঁধে। বিশ্বায়নের জটিল সময়ে মিশ্র সামাজিক মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক সামর্থ সম্পন্ন ও বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য আইনের সুনিশ্চিত বাস্তবায়ন অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নানামাত্রিক অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণ, তদন্তপূর্বক আইনে সোপর্দকরণ, ট্রাফিক শৃঙ্খলা বিধান, সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার রক্ষায় পরিশীলিত প্রয়াস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অত্যন্ত কার্যকর পুলিশ ইউনিটে পরিণত হয়েছে।

আমি আশা করি, অতীতের সফলতায় উজ্জীবিত হয়ে আগামী দিনগুলোতেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যগণ নগরবাসীর অধিকতর আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁদের জনমুখী কর্মকাণ্ডকৈ আরো বেগবান করতে সচেষ্ট হবেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সফল হোক- এ কামনা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী ও মেলা রবিবার ও সোমবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। স্থান : পুলিশ লাইন্স, রাজারবাগ, ঢাকা।















ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি: